জনগণের মাঝেই আছে
সেই বারুদের ক্রিয়া ।
দেশলাইয়ের কাঠি আর
বাক্স রয়েছে দুই হাতে ।

‘জনগণ জেগে উঠলেই আর রক্ষা নেই । জনগণের মাঝেই আছে সেই বারুদের ক্রিয়া । দেশলাইয়ের কাঠি আর বাক্স রয়েছে দুই হাতে । সংযোগ হতে বাধ্য । সংযোগ হ’ল যোগাযোগ । তারই বীজ পুঁতে চলেছি আমরা ১০/১২টি সংগঠনে ।’

-ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ

‘শুধু ঘটনাবলী পরিবেশন করেই তোমাদের কর্তব্য শেষ করবে না । তার পরের অধ্যায়ে কি লিখতে চাও বল । তার পরের অধ্যায়ে বাঁচার জন্য, বাঁচানোর জন্য ও আত্মরক্ষার জন্য আমাদের কি করা উচিত, সেই জবাব আমি তোমাদের কাছে চাই । জনজাগরণের ক্ষেত্রে তোমাদের কর্তব্য অপরিসীম । আজকের সমাজে চারিদিকে যা চলছে, ভালভাবে পর্যবেক্ষণ কর । রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজের নানা রকম বিধিব্যবস্থা ও সরকারের দিক থেকে আমরা কি পাচ্ছি অঙ্ক কষে বের কর । এখানে অঙ্ক চালাও । আমি বিশ্বের অঙ্ক কষি বসে বসে । অঙ্ক কি বলে দেখ তোমরা । আমরা কোথায় আছি ? এখন ফ্র্যাক্‌শনে (fraction) সব বাদ পড়ে যাচ্ছি । আমরা প্রকারন্তরে খুনীর হাতে আছি কিনা দেখ । যা ফ্র্যাক্‌শন চলছে , রাজনীতি, ধর্মনীতি, সরকারের নীতি, সব নীতিতে ফ্র্যাক্‌শন চলছে কিনা লক্ষ্য কর । এই ফ্র্যাক্‌শনের মারামারি কাটাকাটিতে আমরা বাদ পড়ে যাচ্ছি কিনা, মুষ্টিমেয় কয়জন থাকছে, সেটাও দেখ । আমি যেটুকু পর্যবেক্ষণ করেছি, তাতে বলতে পারি যে ফ্র্যাক্‌শনের মারামারি কাটাকাটিতে আমরা বাদ পড়ে যাচ্ছি । যাকে দেখছি, সেই বাদ পড়ে যাচ্ছে । এই ফ্র্যাক্‌শন গুলো যারা করছে, তাদের খুঁজে বের করা প্রয়োজন । আমাদের সমস্ত অধিকার থেকে, ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছে যারা, তাদের খুঁজে বের কর । আমরা এখন ফ্র্যাক্‌শন করতে চাই, যারা সমাজকে সর্বনাশের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, সেইসমস্ত ব্যক্তিদের ফ্র্যাক্‌শন্ করে, এমনভাবে কাটাকাটি করে বাদ দিতে চাই, যার ফল হবে ১ অথবা শূন্য (০) । শূন্য হলে শূন্যস্থান পূর্ণ হবে আর ১ হলে তখন সবাই এক হয়ে যাবে । তখনই প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে । আমরা সেই ফ্র্যাক্‌শন্ চাই । বুঝেছ সাংবাদিক । *[কড়াচাবুকঃ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি]*

‘...তোমাদেরও আমি খুলে খুলে অনেক কথাই বলেছি, তোমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি কোথায় গলদ । কি করতে হবে তারও ইঙ্গিত দিয়েছি । আমার কথাগুলো রূপকথার গল্পের মত শুনে তোমরা হাসছো, কাঁদছো, রাগছো ; পরমুহূর্তে সব ভুলে যাচ্ছ । কর্পূরের মতো তোমাদের মন থেকে তার রেশটি পর্যন্ত উড়ে যাচ্ছে । সুফল কিছুই হচ্ছে না । অথচ খুলে বলার প্রতিফল আমি পদে পদে পাচ্ছি । এর জের হয়তো আরও অনেক পোয়াতে হবে ।

[খাবার চাখতে হাঁড়িই সাবাড়]

[বিঃদ্রঃ- বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের গুরুত্ব সন্তানগণ বুঝতে চেষ্টা করলো না ? তারা দলের মধ্যে দলাদলি করে করে জ্যাঠা, দাদার দল তৈরী করলো ? এই দলাদলির কারনেই কি ঠাকুর ১৯৮০ সালে আবাসিকদের সাথে একান্ত ঘোরোয়া আলোচনায় এই কথা বলেছিলেন যে, আমার সকল বীজ কাকে খেয়ে ফেলেছে ? আজ আমরা যারা সংগঠন এর কথা বলছি তারা কি প্রকৃত অর্থে ‘চলার পথ’ কড়াচাবুক পড়ে গঠনমূলক কাজের জন্য সংগঠনের বৃহৎ উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরেছি ? আমরা ‘আগে জান, পরে মন্তব্য’ কড়াচাবুকে শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখনিসৃত বেদ বানী ষড়যন্ত্র করে মুছে দিয়ে নিজেদের সুবিধামত লিখে নিয়েছি । ‘বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনে’র কথাটি মুছে দিয়ে সন্তানদল লিখেছি । এই সমস্ত মেকী বেদকর্মী ষড়যন্ত্রকারীদের বই পুস্তক আমরাই বাজারে বাজারে নিয়ে গিয়ে বুক স্টলে বিক্রি করছি । কতবড় শয়তানি করছি আমরা । সমগ্র কড়াচাবুকের ৭৫৫ পাতায় দেখুন কি ভাবে শংকর সরকার ও চিত্ত সিকদার ‘বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের নাম মুছে দিয়েছেন]

'মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষঞ্চাক্লেশে ।' তৃষঞ্চার আর জল মিললো না । তাই মনে পড়ে সেই কবিতাটি, 'পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি অবোধ হায় ! না দেখিলি, না শুনিলি এবে রে পরাণ কাঁদে ।' পতঙ্গের মতই ধেয়ে চলেছি আমরা । সুদিনের আশায় আশায় ঘটি বাটি বিক্রী করে দিন কাটিয়েছি বহুদিন । যাঁরা দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাঁদের ছিনিমিনি খেলায় আমাদের সব আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল । জাহাজ তো চলে গেল । ঢেউ পরে এল । এ ছিনিমিনির জের চললো আরও কিছুদিন । রাজনীতির মঞ্চপট পরিবর্তনের সাথে সাথে আবার নাটক চললো । অর্থাৎ জাহাজ চলেগেল । পরবর্তী ঢেউ আবার এসে পার ভাঙ্‌লো । রাজনীতির ডামাডোলে আমরা আজ বিভ্রান্ত, আমরা অক্রান্ত । *[স্বাধীনতারা হিসাব চাই]*

'আমরা এই মহামূল্য হীরাকে (মানবকে) খেলার বস্তু হিসাবে ব্যবহার করছি । আজ পৃথিবীর বুকে খেলনা হিসাবেই সবাই খেলছে । গ্রামদেশে একটা কথা আছে 'নৌকা' খেলিয়ে গেছে' - অর্থাৎ ডুবে গেছে । আজ সমাজ 'খেলিয়ে' যাবার পথে । মণি, সে ঘুমিয়ে নেই । সে সূর্যের মত প্রকাশিত - চিরজাগ্রত । কেউ বলতে পারবে না - 'কই', আমাকে তো সচেতন বা সজাগ কর দেয়নি ।'

[কঃচাঃ এবার সামলানো দায়]

শ্রীশ্রীঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ বস্তিওয়ালার মত আমাদের সজাগ করে দিয়ে জানিয়েছিলেন- 'এখন রাজনীতির খেলা তো চলছেই, এবার চলবে সব কর্মীদের নাটকের পালা । এই নাটকে কে কি অংশ নেবে বলা দুস্কর । কিন্তু এই ভূমিকায় নানা পরিবর্ত্তন চলবে । কেউই একভাবে থাকতে পারবে না । অকেক অঙ্কের পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে দ্বিতীয় অঙ্কের পাত্র-পাত্রীর আর দেখা হবে না । দ্বিতীয় অঙ্কে যারা ভূমিকা গ্রহণ করছেন, তাদের সঙ্গে তৃতীয় অঙ্কের কারও আর সাক্ষাৎ হবে না । একথা শুনে তোমাদের হয়তো অবাক লাগছে । তোমরা সাধারণতঃ প্রথম অঙ্কের কাউকে দ্বিতীয় অঙ্কে দেখেছো, আবার দ্বিতীয় অঙ্কের কাউকে দেখেছো শেষ অঙ্কে । কিন্তু এতবড় এবং এত মজার নাটক এটা যে, এর আরম্ভ কোথায়, শেষ কোথায়- কেউ বলতে পারে না । সেই নাটকের গ্রন্থটি এখনও সৃষ্টি হয়নি । কিন্তু নাটক চলছে -চলবে । কর্মীদের নাটকও চলছে -চলবে । দর্শকরা শুধু হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই বুঝবে না ।

[কঃচাঃ বস্তিওয়ালা খবরদার - বস্তিওয়ালা জাগো]

'আজকের সমাজে চলেছে সাপ-লুডো খেলা । একবার সিড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে, আবার সাপের মুখে পড়ে লেজে নেমে যায় । কি রাজনীতি, কি ধর্মনীতি- এই ছকে ফেলে সবাইকে নাচাচ্ছে । এই ছক ফেলে দিতে হবে । এই লুডোখেলা আর চলবে না । এবার বাস্তব খেলার মাঠে নামতে হবে । বুঝতে পেরেছ ।' *[কঃচাঃ সমাজের কাঠামো পরিবর্তন করা সমীচীন]*

'আজ প্রত্যেকের ভিতর এসেছে একটি স্বার্থপরতা । সবাই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে । আমি আর আমার পরিবার বাঁচলেই যথেষ্ট । এই মনোভাব সকলের ভিতর এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, তার জন্য অপরাধ করতেও কেউ দ্বিধা বোধ করছে না । আজকে দেশের অঙ্কের ফল এখানে এসে দাঁড়িয়েছে । ....প্রকৃতির সহজাত দানে আমাদের প্রত্যেকের ভিতরের ষ্টিয়ারিং বিবেক-বুদ্ধি সচেতনতার সুরে অত্যন্ত সচেতন এবং ইচ্ছা করলে তাকে সুপথে চালনা করা যায়, আবার বিপথ-গামী হয়ে কুপথে চালনা করার প্রবণতাও আছে অনেক । [কঃচা]

'বেদের যুগে একজনও যদি আজ জীবিত থাকতেন, তবে এসব সহ্য করতেন না । তিনি একথাই বলতেন - 'সমাজে আর মানুষ নেই । সব জন্তু-জানোয়ার হয়ে গেছে ।' আর আমি বলি, জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যেও যে প্রেম-ভালবাসা-একতা আছে, আমাদের ভেতর তাও নেই । আমরা তাদের চেয়েও অধম হয়ে গেছি । ...এই সমাজকে পুড়িয়ে দিয়ে, সেই চিতাভস্মের উপর নতুন সমাজের গোড়াপত্তন করতে হবে । আজকের দিনে এই কাথাটিই জানিয়ে দিতে চাই, নিজেদের মৃত্যুর ফাঁদ আমরা নিজেরাই তৈরী করতে বসেছি । '

[কঃচাঃ যারা শ্রমে আছে তারাই শ্রমিক - শ্রমিকরাই সমাজের কল্পতরু]

'আজ প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই মনুষ্যত্ব থেকে সরে পড়েছে । এরজন্য কাকে দায়ী করবো বলতো ? দায়ীতো আমরাই । দেশের ভাইবোনদের নৈতিক অবনতির জন্য দেশের মানুষই

দায়ী ’ *[সমাজের কাঠামো পরিবর্তন করা সমীচীন]’*

‘তাই আবার বলি, সচেতনতার সুরে সুরময় হয়ে পথ চল । প্রতি পদক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন কর । সর্বক্ষেত্রেই দেখবে একটা মাপ আছে, মাত্রা আছে, ছন্দ আছে । সমস্ত জীব জগৎ এই ছন্দে চলছে, প্রতিটি জীবনের নাড়ির স্পন্দনে স্পন্দনে এই ছন্দ ধ্বনিত হয়ে চলেছে । সুতরাং এটা হিন্দুর ছন্দ, এটা মুসলমানের ছন্দ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কোন জাতির ছন্দ নয় । সমস্ত জীবজগতের সবাই মিলিত হয়ে যে একজাতি, এই ছন্দ, লয় সেই জীবজাতিরই জন্য । এরা আলাদা কেউ নয় । একের সাথে অপরে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । আবার শুধু জীবজাতি নয়, এই মহাশূন্যের যত গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ যা কিছু আছে, সবাই কিন্তু একই ছন্দে, একই লয়ে, একই যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগের মাধ্যমে আপনগতিতে গতির মাত্রা রেখে চলেছে । কেন বলতো ? পূরণ করার জন্য, আবার যোগ করার জন্য তারা সেই যোগযোগে যুক্ত হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে । তাদের অন্তরের জিজ্ঞাসা, ‘আমরা কোত্থেকে এলাম ? সেই যোগাযোগ আমাদের প্রয়োজন ।’ তাই তারা যোগী হয়ে যোগের দিকেই চলেছে । আগেই বলেছি , শুধু গেরুয়াধারী বা মস্তক মুন্ডনকারীই যোগী নয়, এই জীবজগতে, এই পরিদৃশ্যমান জগতে যত সৃষ্টবস্তু আছে, সবাই যোগী, সবাই ত্যাগী, সবাই সন্ন্যাসী । এটাই আগে বুঝে নিতে হবে ।

[কঃচাঃ যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ]

‘আমাদের দেহযন্ত্রের টেপ-রেকর্ডার যন্ত্রকে আরও বেশী সচেতন করতে হবে, টিউনিং করতে হবে, ভিতরের ময়লা পরিস্কার করে বিশ্বের তত্ত্বমুখী করে রাখতে হবে । ..প্রকৃতির সহজাত দান বুদ্ধি দিয়ে, নেচার থেকে যে উইল (will) বা ইচ্ছাশক্তি আমাদের যন্ত্রে আছে, সেই উইল (will) দিয়েই আমরা নেচারের ইচ্ছাশক্তি (will) জানতে পারব । এটা এই যন্ত্র থেকেই জানিয়ে দিচ্ছে । যন্ত্রের কাঁটা এখন নড়ছে দিশেহারার মতো । কাঁটা যখন কাঁটায় কাঁটায় থাকবে, তখনই উদ্দেশ্যের পথটি জানা যাবে । এই বুঝটা ন্যাচারল গিফ্‌ট, প্রকৃতির সহজাত দান । নেচারের এই বুঝ দিয়েই আমাদের বুঝে নিতে হবে । যতক্ষণ পর্যন্ত কারেক্ট (correct) এ্যান্সার (answer) না আসবে, কাঁটা নানারকম ভাবে এদিক-ওদিক করতে থাকবে । সুতরাং দেহের টেপ রেকর্ডার যন্ত্রে এইটুকু ভালভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, ‘তুমি ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা কর’, ‘জানতে চেষ্টা কর’ ।

[কঃচাঃ কামানে নয় কলমে]

‘বিবেক, বুদ্ধি, সচেতনতার সহজাত ধারায় যে natural -জন্মগত capital, তাকে যদি অপচয় কর, সেই বুঝ দিয়ে যদি অবুঝের মত চল, অন্যায় অপরাধে লিপ্ত হও তবে আর বলার কিছু নেই । ইউনিভির্সের বিচারের মানদন্ডে তোমার দেহযন্ত্রের টেপ রেকর্ডারে অপরাধের crack (ক্র্যাক) পড়ে যাবে । তখন সেই স্বচ্ছতার সুরে টেপরেকর্ড আর বাজবে না । তাই পথিক, হও সাবধান । বিবেকের সুরে, সচেতনার সুরে জীবনের সুর রচনা কর । Mountain হতে fountain-এর মত দুর্নিবার গতিতে ন্যায়-নিষ্ঠা-বিবেকের কলম চালাও । সেই কলমের মূল সুরে মূলাধার হতে জীবনের মাঝে জীবন সঙ্গীত রচনা কর । জীবনের সেই ঐক্যতানে নিজে উদ্বুদ্ধ হও ও সবাইকে উদ্বুদ্ধ করো । ***[কঃচা: কামানে নয় কলমে]***

‘যে নাটক চলছে সমাজের বুকে, যে নাটকের ভূমিকা রচিত হচ্ছে মহাকাশের পটে, তোমরা তার দর্শক হও’ ...বিচক্ষণ চিকিৎসক রোগীকে প্রথমে ভাল করে দেখে । রোগের লক্ষণ যে যত বেশী খুঁজে পায়, রোগ নির্ণয় করতেও তত সুবিধে হয় । রোগ নির্ণয় হয়ে গেলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে আর দেরী হয় না ’ ***[বর্ডার গার্ড দিয়ে যাও]***

‘অনেক সংখ্যার মত পরিস্থিতিও অনেক । আবার পরিস্থিতিও গণিতের গণনার মতই হিসাব মত চলে । সেখানেও যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগের পালা চলছে । কখনও সংখ্যা দিয়ে , কখনো যুক্তি দিয়ে । এই যোগ, বিয়োগ,পূরণ, ভাগ - এটাই হলো এখানকার সমাজের ছক । যোগের বেলায় যোগ হচ্ছে, বাদটি হচ্ছে বিবাদের মধ্যে, কখনও কখনও জোরজুলুমেও বাদ হয়ে যাচ্ছে । ভাগটি হচ্ছে আরও মারাত্মক অবস্থা । যোগের বেলায় যারা যোগী; ভাগের বেলায় তারাই হলেন ভোগী ।

পূরনটা ভাগের ভাগীদেরদের পূরণ । পূরণের যে আবার একটা পূর্ণরূপও আছে, সেটা আপাততঃ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না । তাই পূরণের পূর্ণ ফলের মিলতি জনগণ ভোগ করতে পারছে না ।'

[কঃচাঃ খবার চাখতে হাঁড়িই সাবাড়]

'একজন বিশেষ নেতার দিকে চেয়ে বসে না থেকে নিজেদের ভেতরকার নেতৃত্বের সমধারায়, সমবেতভাবে বর্ষিত করলে ভাসাতে কতক্ষণ ? গড়াতে কতক্ষণ ? সেই অক্লান্ত, অবিরল বারিধারায় দেশের সব ক্লেদ, সব পঙ্কিলতা ধূয়ে মুছে পরিস্কার হয়ে যাবে । দেশ আবার সুজলা সুফলা হয়ে উঠবে । দুঃখের বিষয় হল, কোন বিন্দুই কোন বিন্দুর সঙ্গে মিলতে পারছে না । সিন্ধুর ক্ষমতা থাকলেও বিন্দু মাঝপথেই শুকিয়ে যাচ্ছে । নেতৃত্বে নেতৃত্বে বিরোধ বেধে দেশশুদ্ধ নেতিয়ে পড়েছে ।

[কঃচাঃ খবার চাখতে হাঁড়িই সাবাড়]

'দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে কি সুন্দর সুসজ্জিত হয়ে রয়েছে ! কার পরে কোন্‌টি, ঠিক যেন অঙ্কের মত পরপর চলে আসছে । তার সাথে কিন্তু আরেকটা যুক্ত হবে । শুধু যোগাযোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ নয়, অঙ্কের সূত্রে ছন্দ আছে, তাল আছে, লয় আছে । অঙ্কে আবার ফ্র্যাক্‌শন ও আছে । ফ্র্যাক্‌শনে কাটাকাটি আছে, তার ফলটাও আছে । ...সেই ফলটা ? ফলাফল জানতে চাও ? দুই রকমের ফল আছে একটি ১, অপরটি (০) অর্থাৎ ১ অথবা ০, এই দুইয়ের গুরুত্ব বিরাট । এখন চিন্তা করে দেখ, আমাদের জীবনের ধারাপাতা কোন্ ফর্মূলাতে , কোন্ নিয়মের ধারা ধরে এই মাতৃগর্ভে আমরা এলাম ? কত নিয়মকানুন, কত পথ-পদ্ধতি, কত সুসজ্জিত স্বরগ্রাম - সব যেন বাঁধা, সাধা ও গাঁথা । তার ভিতর দিয়ে যেন আমরা পরপর পরপর নেমে আসলাম । তার মধ্যে কিন্তু ছন্দ আছে, দাঁড়ি আছে, কমা আছে এবং কিভাবে কার পরে কি হবে, সেটাও আছে । সেখানে প্রত্যেকটির সাথে প্রত্যেকটি যেন এক যোগাযোগের যোগসূত্রে গাঁথা । এই যোগ আরম্ভ হয়ে গেল । কার সাথে কি যোগ দিলে আরও সুন্দর হবে, সৃষ্টির সুরে সুরে জীবনের সুর শতদলের মত বিকশিত হয়ে উঠবে, এই যে যোগাযোগ, এই যোগাযোগের নামই যোগ । যোগীরা যে এই যোগাযোগের কথাই বলেন । জীবনের ছন্দে ছন্দে আছে সৃষ্টির পরম উদ্দেশ্যের সাথে যোগাযোগের যোগসূত্রে গ্রথিত হওয়ার কথা । যোগীরাই শুধু যোগী নন । যোগী আলাদা কেউ নন । আমরা প্রত্যেকেই যোগী । প্রত্যেকেই যোগ সাধনায়, বিয়োগ সাধনায়, পূরণ সাধনায় ও ভাগ সাধনায় রত । শুধু মানুষ নয়, এই জীবজগতের প্রতিটি জীব সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য । আরও আছে । যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগের সাথে সাথে ফ্র্যাক্‌শন্ ইত্যাদির সাধনায়, লয় ছন্দের সাধনায় একেক জন দক্ষ হিসাবেই পরিচিত ।

[কঃচাঃ যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ]

'শিক্ষার সাথে জীবনের সূত্র যোগ করে দিতে হবে । সেই যোগে যোগী হলেই বিশ্বযোগের সাড়া খুঁজে পাবে । প্রকৃতির গণিতের যোগাযোগের ফল তখনই মিলবে । প্রতিটি কাজ কর্মে আচারে ব্যবহারে বিবেককে জাগ্রত করে, বিবেকের দাসানুদাস হয়ে, বিবেকের সুরে নিজের জীবনবীণা বাজাতে হবে এবং অন্যকেও সেই শিক্ষা দিতে হবে । আমি চাই বিবেকের শিক্ষা, বিবেকের নির্দেশ, ন্যায়ের সুর। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই সমাজজীবনের যত ক্লেদ, গ্লানি, পঙ্কিলতার বাহক অসুরকূল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে । '

[সমাজের কাঠামো পরিবর্তন করা সমীচীন]

****

উত্তরবঙ্গের যুবশক্তি পুনরায় জেগে উঠুক ! আদর্শনুরাগীরা আজ কোথায় হারিয়ে গেছে ?- যাদের কর্মপ্রচেষ্টার জোয়ার দেখে ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী বলেছিলেন -

*'উত্তরবঙ্গের যুব সমাজ আজ কাজে নেমে পড়েছে । এদের মধ্যে যে সাড়া আমি দেখেছি, আমি নিজেও তাতে আশান্বিত ও উৎসাহিত বোধ করছি ।'

*'আমি বাগানের মালি, ফুল ফুটাতেই ভালবাসি'

*''আর্যরা বলতেন, 'মানুষ ফুলের বাগান সাজায়, আমরা চাই জনগণের মাধ্যমে সেই বাগানের ফুল ফুটে উঠুক, সমস্ত দেশ একটি সুন্দর বাগানে পরিণত হোক '

*[কড়াচাবুকঃ- *'বাঁশই হল আমাদের শাল - বাঁশই হলো কাল' *কানকথায় ও ধারণায় চললে - ফল বিষময়', *'ফ্র্যাকশন চলছে চলবে',]*

যে উত্তরবঙ্গের উপর শ্রীশ্রী ঠাকুরের এত আশা ভরসা সেই উত্তরবঙ্গের কর্মীদের মধ্যে এত দলাদলি দেখার পর এটাই বলতে হচ্ছে তারা এখানকার সমাজের সাপ লুডোর খেলায় জড়িয়ে পড়েছে পরিস্থিতির চাপে পড়ে । জ্ঞানস্বরূপ রক্তের স্বাদে ভেড়ার দলে (অজ্ঞানতার দলে) সিংহ শাবকরা শ্রীশ্রী ঠাকুরের বেদবানী শ্রবন করে নিশ্চই জেগে উঠবে এবং গঠনমূলক কাজে পুনরায় ঝাপিয়ে পড়বে ।

''স্বাধীনতা যখন পাওয়া গেল, ভারতের জনগণ সবাই মিলে এটাই স্থির করলো যে, বিভিন্ন দলে দলে দলাদলি আর থাকবে না । ভারতের বুকে থাকবে একটিই দল, ভারতের দল । সেই দল শতদল, সহস্রদল । যেমন, একটি শতদলে (পদ্মে) থাকে শহস্র (পাঁপড়ি) , তেমনি একটি দলে সংযুক্ত থেকে ভারতবর্ষের সবাই সহস্র পাপড়ির মত বিকশিত হয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝঁপিয়ে পড়বে । কিন্তু কার্যতঃ সেই পাপড়িগুলো খুলে খুলে দেখা গেল ভিন্ন ভিন্ন দল হয়ে গেছে । এটাই ভারতবর্ষের কাল হ'ল । যদি একটা দল থাকতো, একপথ একমত ও এক নীতি থাকতো, কোনরকম আঁচড় লাগতো না । ভারতবষেকে ধ্বংসের পথে আমরাই নিয়ে যাচ্ছি । কতগুলি দল সৃষ্টি হয়ে গেল । এখন জনগণের সুখসুবিধার কথা চিন্তা করার সময় নাই । ভারতবর্ষের উন্নতির দিকে লক্ষ্য করার সময় নাই । এখন শুধু চলছে দলাদলির পালা । কে কাকে দাবিয়ে রাখবে, কে কার উপরে টেক্কা দেবে, কে কোন মত নিয়ে চলবে , কে কটা পকেট ভরবে, কে কোন দিকে কতটা গুছাবে, শুধু সেই চেষ্টা । সমগ্র ভারতবর্ষ চলছে এখন ইন্ডিয়া লিমিটেড কনসার্ণ । '

[কঃচাঃ স্বাধীনতা কোথায়]

'দেশের সন্তানগণ বা সন্তানবৃন্দকে নিয়েই গঠিত হয়েছে এই সন্তান দল । সন্তানদল সম্পূর্ণ বেদভিত্তিক, প্রকৃতির বেদের আদর্শে অনুপ্রাণিত । এই সংগঠন যে সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে গেছে, একথা বলা যায় না । যে কোন সংগঠনেরই তৈরী হতে সময় লাগে । সন্তান দল মনেপ্রাণে বেদ প্রচারে এগিয়ে যাচ্ছে । তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য জনজাগরণ । দেশের জনগণ বেদের সুরে, বিবেকের সুরে, মহাকাশের অনন্ত সুরের সাড়ায় জেগে উঠুক, প্রতিটি মানুষ মুক্তির পথের পথিক হয়ে বন্ধনকে ছিন্ন করে এগিয়ে চলুক, এই তাদের একমাত্র কামনা ।

[কঃচাঃ ক্ষমতা অর্জনের চেয়ে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করাই কঠিন ১/১২/১৯৭৯]

১লা আগষ্ট১৯৮৮ সালে ঠাকুর সন্তানগণকে শতদলের ন্যায় এক করে রাখার জন্য 'বালক ব্রহ্মচারী সংগঠন' তৈরী করেছিলেন । কিন্তু এখানকার সন্তানগণ এখানকার সমাজের সাপ লুডোর খেলায় প্রভাবান্বিত হয়ে মূল সংগঠনে'র (বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনের) কার্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । এটা যে হবে ঠাকুর অনেক আগে জেনে গিয়েছিলেন । ঠাকুর বলছেন - 'ভারতবর্ষের একটি ব্যক্তিও রেহাই পাবে না । কাউকে ছাড়া হবে না । বিরাট প্রতিষ্ঠান, বড় বড় বাড়ী, গাড়ী দেখে ভুলে যাব, তা নয় । প্রত্যেককেই পরিক্ষা করা হবে । তোমাকেও ছাড়া হবে না, আমাকে ছাড়া হবে না । সেইভাবে বিরাট প্রস্তুতি নিয়েই আমাদের সংগঠন তৈরী করা হবে । সেই সংগঠন প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড-এ নামবে । তারাই চিকিৎসক হবে ।

[কঃ চাঃ সেবা কি সেবা ? ১-১২-১৯৮৮]

অর্থাৎ সন্তানগণের সংগঠন সম্পূর্ণ তৈরী হয়নি । যারা চিকিৎসক হবেন তারাই ফিল্ডে নামবে এবং তাদের বিরাট প্রস্তুতির জন্য বিরাট সংগঠন নিশ্চই থাকবে । সন্তানগন বর্তমানে ফ্র্যাক্শনের কাটাকাটিতে পড়ে রয়েছে । কাটাকাটির ফলটা আমাদের পরিস্থিতি অনুয়ায়ী বুঝে নিতে হবে । শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন - **'সত্যবস্তু এক বস্তু । তার একটু স্বাদই যথেষ্ট । আবার বলছি, সমস্ত জীবনটা এই যোগ বিয়োগ পূরণ আর ভাগের মাধ্যমে চলছে । ফ্র্যাক্শন হচ্ছে কাটা-কাটি । কাটাকাটি করে করে বাদ দিতে দিতে ফল গিয়ে হবে ১ অথবা শূন্য (০) ।'**

[কড়াচাবুকঃ যোগ, বিয়োগ, পূরণ,ভাগ ১-১-১৯৯১ ইং]

সুতরাং এই কাটাকাটি শেষ হলে সকলেই এক দলে আসবে । এবং সেই দল এখনও তৈরী হয়নি । বর্তমানে সন্তনগণ 'বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনে'র কার্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানকার সমাজের ছকে ফ্র্যাক্শনের কাটাকাটিতে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে ?- সাপের মুখে নাকি লেজে ? শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন- 'ব্যাপ্তির আদর্শে, সমাজ সংস্কারকল্পে কে কতটা কি করেছে, আমি শুধু তা

যাচাই করবো ।’ আমরা সন্তানগণ কতটুকু সচেতন হয়ে দর্শকের ভূমিকা পালন করে রোগীকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলাম সেটাই প্রশ্ন ? আমরা বিবেকের দাসানুদাস না হয়ে সমাজের সাপ লুডোর খেলায় পা দিয়েছি এবং দাদা ও জ্যাঠার দাসত্ব স্বীকার করে মূল সংগঠনের কার্যধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি । এটাই বুঝি আমাদের গুরুর প্রতি মণ দক্ষিণা ? ঠাকুর আমাদের অন্তরে রেখেছে কিন্তু আমরা কি ঠাকুরকে অন্তরে রেখে মণ দক্ষিণা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছি ? কেন ঠাকুর বলেছিলেন দক্ষিনা নেই নি - চাইবো ? সেই দক্ষিণা কি ? আমরা কি প্রতিমুহুর্তে সেই মণ দক্ষিনা দেওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে তৈরী হয়ে আছি ? মন দক্ষিণার দেওয়ার আগে শ্রীশ্রী ঠাকুরের মুখ নিসৃত বেদবাণীগুলি বার কয়েক স্মরণ করুন- ‘‘ সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির মন যদি বিবেকাধীন হয় এবং সেই বিবেকাধীন মন দিয়ে দেশ ও সমাজ পরিচালিত হয়, তবে সমাজদেহেও স্বাধীনতার সুর বয়ে যাবে । বিবেক হলো শুদ্ধ, পবিত্র, । মন সেই চৈতন্যময় বিবেকের দ্বারা চালিত হওয়ার ফলে, মন পুরোপুরি চেতনায় ও সৎচিন্তায় ভরপুর হয়ে যায় । মনের সেই দৃষ্টিভঙিমা বাস্তবের উপর প্রতিফলিত হওয়ার ফলে বাস্তবের গতিও সেইভাবেই চালিত হয়, -বেদের যুগে যা হয়েছিলে ।’’

[কঃচা: আমরা আজ উপ্তপ্ত চাটু থেকে জ্বলন্ত চুল্লীতে এসে পড়েছি]

ঠাকুর বলেছিলেন -আমি বুলেট হয়ে গদিতে বসেছি । বন্ধুকের বুলেট গতিতে চলে । বলার তাৎপর্য হল বুলেট মানেই ‘গতি’ । গুরু আমাদের জ্ঞানের গতি প্রদান করেছেন । সেই ভাবে আমাদের চলতে হবে । ঠাকুর আমাদের তাঁর শ্বাসে প্রশ্বাসে রেখে বলেছিলেন- ‘আমার জীবনধারা লক্ষ করো, তাহলে দেখবে, কত বড় ঝড় বয়ে গেছে আমার উপরে ।..তোমরা কি করে আশা কর, আমি পাল খাটিয়ে চলবো ? ঝড়ের সাথে মিতালী করেই আমাকে চলতে হবে । বুঝতে পেরেছো ? জনজাগরণের বিরাট দায়িত্ব তোমাদের উপর ন্যাস্ত রয়েছে । ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে হবে তোমাদের বিবেকের নির্দেশে ।

[কঃচাঃ জনচেতনাই সত্যিকারের বিপ্লব]

ঠাকুর বলেছিলেন- ‘আমার কয়েক কোটি সন্তান - তাদের দলে ঝাঁপ দিতে বলি , মুহুর্ত মাত্র বিবেচনা না করে ঝাঁপিয়ে পড়বে । কেন ? কারন তারা জানে, আমি তাদের প্রাণের সাথে শ্বাস মিশিয়ে রেখেছি । আমি তাদের বুকে রাখি, তাদের শ্বাসের সাথে আমার শ্বাস মিশিয়ে রেখেছি ।’ ক:চা: [এই কথাগুলো ধর্ম বাস্তব ছাড়া নয়] সন্তানগণের প্রতি পরমপিতার এই বিশ্বাসের মর্যাদা কি আমরা রক্ষা করেছি ? না, করিনি । তাই ঠাকুর বলেছিলেন ‘আমি ঝড়ের বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রাম করে চলেছি ।

আমরা তাঁর লক্ষকোটি সন্তানগণ ১৯৯৩ সালের সুখচর ধামের ঘটনার কোন প্রতিবাদ করিনি । বরং যারা প্রতিবাদ করতে চাইছে তাদের বিরোধিতা করে চলেছি । ‘মহাপ্রভু চরম নির্যাতিত হয়েছিলেন । তাঁর ভক্তদের কম দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি । তাদের ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল । প্রচন্ডভাবে মারধোর করা হয়েছিল, তার ওপর কাজীর বিচার, মৌলভীদের বিচার তো ছিলই । কিন্তু মহাপ্রভু তো সব সহ্য করেই আজও মহাপ্রভূ হয়েই আছেন । কোন বাধাবিপত্তি বা শারীরিক নির্যাতনের ভয়ে তিনি তাঁর আদর্শ ছেড়ে সরে দাঁড়ান নি । পরিশেষে সকলেই তাঁর পদতলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল ।

[কঃচাঃ জনচেতনাই সত্যিকারের বিপ্লব]

‘‘আগেও বলেছি, আবার বলছি, - তাদের কাজ শুরু হয়ে গেছে । ধাপে ধাপে চলবে । এখন চলছে অনুসন্ধান এরপর আসবে প্রতিবিধান । তারপর শুরুহবে দষশড়ঢ়ক্ষয়দঢ়ভষশ (নির্মাণ) শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন- ‘‘প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় অস্ত্র - নাম প্রেম ও জ্ঞান-এর দ্বারা যতটা পারা যায় প্রথম সংশোধন করা হবে । তাতেও যদি ক্লেদ দূর না হয়, তখন রুগীকে সুস্থ করার জন্য ধরতে হবে অপারেশনের যন্ত্র ।

নামের বিরাট অর্থবোধ এবং জপের উদ্দেশ্য আমাদের মধ্যে কতটুকু প্রকাশ পেয়েছে সেটা সংগঠনের একতার চিত্র দেখেই বুঝা যাচ্ছে , যারা অতিরঞ্জিত প্রেমে হাবুডাবু খেয়ে বর্তমান সমাজে

প্রেমাবতার সাজার চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শ্রীশ্রী ঠাকুরের এই বেদবানীটি এখানে তুলে ধরা হল ।- **''কেউ যদি চায় প্রেম ভালবাসার মাধ্যমে সমাজকে গড়ে তুলবে - কথার দিক থেকে এটা খুবই উত্তম কথা । যে লতা লতিয়ে লতিয়ে চলে, তাকে যদি কেউ সুপারী গাছ, নারকেল গাছের মত খাড়া করাতে চায়, তাহলে খুবই মুস্কিলের কথা । সে কিছুতেই ঐ পথ মাড়াবে না । তাকে যদি বাঁশ কঞ্চি দিয়ে খাড়া করাতে চাও, তাহলে সে কিছুদূর গিয়ে লতিয়ে লতিয়েই সেই সীমানায় যাবে । খাড়া আর হ'ল না । তার গতিই হ'ল লতিয়ে যাওয়া । প্রেমভালবাসা দিয়ে সমাজ গঠন হ'ল লতিয়ে যাওয়ার মত । কিছু ভালবাসায় এগিয়ে আসলো, কিছু পিছিয়ে রইলো । আবার কিছুসময় চললো ভুলবুঝাবুঝির পালা । এসবের উপর নির্ভর করে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ করা চলে না । কারন প্রেম-ভালবাসায় অনেক কাজ গোছানো যায়, যদি কাজগুলো আগেই গোছানো থাকে । কিন্তু আগোছালো কাজে প্রেমভালবাসার মাধ্যমে সুবিধে বেশী হয় না । প্রতিমুহুর্তে আমাদের জীবনটা সংগ্রামের ভিতর দিয়ে চলছে । আমরা সংগ্রামও করছি আবার বিপ্লবও করে যাচ্ছি ''** ।

[কঃচা: ১৯/১৯৭৭ ইং]

'মুক্তি যদি পেতে চাও মুক্ত করে আগে' কড়াচাবুকে ঠাকুর বলছেন - **'এই দেশে আর কোন আদর্শের কথাই বিকোবে না ।'** তার জ্বলন্ত উদাহিরন তিনি তার সন্তানদের দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন - *'আমি বেদের পূজারী - জ্ঞানের পূজারী । আমি সেই দৃষ্টিতেই সকলকে দেখি, সেইভাবেই দেখতে ভালবাসি । সেইভাবেই দেখতে চাই । তার ব্যতিক্রম দেখলে দুঃখ পাই । আমি বেদের দন্ড নিয়ে সব কিছু বিচার করি । সেখানে গরমিল দেখলে চুপ করে থাকতে পারিনা । কেন সেখানে অমিল হবে,- তাই নিয়ে হৈ চৈ করি , প্রতিকার করার যতটুকুন আছে করে যাই । তোমাদেরও আমি খুলে খুলে অনেক কথাই বলেছি,* ***তোমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি কোথায় গলদ । কি করতে হবে তারও ইঙ্গিত দিয়েছি । আমার কথাগুলো রূপকথার গল্পের মত শুনে তোমরা হাসছো, কাঁদছো, রাগছো ; পরমুহুর্তে সব ভুলে যাচ্ছ । কর্পূরের মতো তোমাদের মন থেকে তার রেশটি পর্যন্ত উড়ে যাচ্ছে । সুফল কিছুই হচ্ছে না । অথচ খুলে বলার প্রতিফল আমি পদে পদে পাচ্ছি । এর জের হয়তো আরও অনেক পোয়াতে হবে ।*** *সুতরাং অযথা ঐ সত্যকথাগুলো বলে লাভ কি ? প্রলাপ বলার মত রুগীর আরাম ছাড়া আর কোন কাজেই লাগবে না । সত্যালাপগুলো প্রলাপে পরিণত হচ্ছে । ....কি হবে অনাবশ্যক চিৎকার করে ? আমি যা বলব, তোমরা হয়তো বসে বসে তা'মন দিয়ে শুনবে । ভাল লাগলে মাথা নাড়বে, পছন্দমত হলে ঘাড় দোলাবে, দুঃখের কথা শুনে হয়তো দুফোঁটা চোখের জলও ফেলবে । কথাও শেষ হবে, তোমাদের মনের শ্লেট থেকে শ্লেট-পেন্সিলের লেখাও মুছে যাবে ।* ***শিশুরা লেখার শেষে থুথু দিয়ে শ্লেট মুছে দেয়, তেমনিই তোমরা করবে । একটু জল এনে শ্লেট পরিস্কার করার পরিশ্রমও হয়তো করবে না । সেই যে কথায় বলে না - 'আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো' তেমনি আমার কথাও ফুরাবে, তোমাদের মন থেকে তার মূলশুদ্ধ উৎপাটিত হবে, কোন চিহ্ন থাকবে না । সে ক্ষেত্রে আমার আর কি বলার থাকতে পারে বল ?***

[খাবার চাখতে হাঁড়িই সাবাড়]

অর্থাৎ নাম, প্রেম ও জ্ঞান তিনটি অস্ত্রই প্রয়োগ মাধ্যমে ধাপে ধাপে চলছে অনুসন্ধান এর কাজটি আশাকরি শেষ হয়েছে এবার প্রকৃতি স্বয়ং প্রতিবিধান করবে । তারপর শুরু হবে con-struction (নির্মাণ) কার্য !?

প্রতিবিধান : আমাদের কর্মের ফল এবং সেটা পাওয়ার জন্য বসে দিন গুনছি । ঠাকুর বলেছিলেন-

'অদৃষ্টের ভাগ্যে আগে থেকেই যা ছিল, তাই ঘটে যাচ্ছে', এতো এখানকার প্রচলিত কথা । আমি বলি, 'অদৃষ্ট' শব্দটির অর্থ হ'ল, সচেতনতার অভাব , মাত্রাজ্ঞানের অভাব, দূরদৃষ্টির অভাব । সচেতনার অভাবে , দূরদৃষ্টির অভাবে অসতর্ক মুহুর্তে যে কাজটি করে ফেলছো, সেটাই 'অদৃষ্ট' নয়কি ? ....'আমাদের নৈতিক চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়েছে । নৈতিক

আদর্শে বলীয়ান হয়ে আমাদের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন । আমরা অধিকাংশই ব্যক্তির চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়েছি । ব্যাপ্তির চিন্তার কথা মুখে বলি, কার্যে পরিণত করতে পারি না । '

...আজকের সভ্যতা আমাদের পাগল করে দিচ্ছে । আদিম মানুষের মধ্যে এই সভ্যতার ছোঁয়াচ পৌঁছায়নি । তাই তারা সহজ স্বচ্ছ সুন্দর । আজকের সভ্যতা যা চলছে সর্বত্র - একেই কি বলে সভ্যতা ? সভ্যতার ফল কি এই ? এই সভ্যতার বেশ না ছাড়া অবধি আমাদের আর কোন কিছু হবে না । উপায় নেই ছাড়তেই হবে । এই পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান- সর্বকালে পাওয়া যাবে শুধু বিবাদ বিচ্ছেদ, যুদ্ধবিগ্রহ আর অশান্তি । সেই কুৎসিত পোষাক পরে আজ আমরা চলেছি । এর কারন কি ? এর কারণ শিক্ষার অভাব, শিক্ষাব্যবস্থার অভাব । তাই এমন একটি revolution (বিপ্লব) হওয়া উচিত, যে revolution (বিপ্লব) হয়েছিল সৃষ্টির প্রারম্ভে । প্রকৃতির অণুতে পরমানুতে এক বিরাট অগ্নিগর্ভ আলোড়নের ফলেই তো সৃষ্টি হ'ল । আজ নবরূপে আরেকটি সৃষ্টির প্রয়োজন । সমতার ধারায় এই পৃথিবীর ধারা বইয়ে দিতে হবে Revolt (বিদ্রোহ) করতে হবে, change (পরিবর্তন) আনতে হবে । সৃষ্টির প্রারম্ভে আরম্ভ হয় প্রলয় । প্রলয়ের শেষেই শুরু হয় সৃষ্টি । ...বাস্তবের সুরে বাস্তবের ধারাপাতার ধারায় গ্রন্থ রচনা করতে হবে । দেহবীণা যন্ত্রে আপনিই বেজে উঠবে সেই সুর । আমি একের ফল মিলাবার জন্য সবকিছুই যাতে, এক হয়ে যায়, তারই অঙ্ক করতে চাই । এখন পর্যন্ত এক তো পেলাম না ।"

[কঃচাঃ প্রলয় ? প্রলয়েই বাঁধন খুলবে]

দেশের রাজনৈতিক দল গুলি যে ভাবে শতদলের ন্যায় এক হতে পারলো না সেই ভাবে সন্তানগণও এক হতে পারলো না । **"বালক ব্রহ্মচারী সংগঠনই"** ছিল সকল সংগঠনের মূল উৎস । চলার পথ কড়াচাবুকে এত সুন্দর করে প্রতিটি সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কার্যধারা বুঝিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও আমরা মূল সংগঠনকে অস্বীকার করে ভেঙ্গে দিলাম কাদের স্বার্থে ?

বি:দ্র:- কিন্তু আমারা বলি, দাদা বলেছে, জ্যাঠা বলছে, ওমুক বলেছে, তমুক বলেছে । নিজে বিবেকের নির্দেশে কি বুঝেছি সেটা জানি না বুঝি না । কড়াচাবুক না পড়ে জ্যাঠার বই পড়ে পড়ে আপন তহবিলের মাল যে চুরি গেছে সেদিকে তাকিয়েও দেখছি না ! এরাই বেদ প্রচারকের ভূমিকা একজায়গায় স্কীপিং করে চলেছে ।

'বিচক্ষণ ব্যক্তি কাকে বলা হয় জান ? যিনি বুঝে শুনে কথা বলেন, না জেনে ধারণা বা শোনা কথার উপরে অযথা মন্তব্য করেন না, তিনিই বিচক্ষণ ।' - ঠাকুর ।

''আমা হতে তুমি, আমার জ্ঞান, আমার বুদ্ধি, আমার চিন্তা দিয়ে তোমাদের তৈরী করলাম অথচ তোমরা বসে বসে চিন্তা করছ- জানি না, বুঝি না, হবে না । যেটুকু বলে রাখলাম সতেজতার কথা । এটুকু আবিস্কার করা সাংঘাতিক কথা । এর পরের স্তরে গেলে হারিয়ে যাবে । তোমরা কিসের দ্বারা তৈরী চিন্তা করে নাও । ''

- ঠাকুর তথ্যসূত্র অমৃত পৃ- ২০৬

অগণিত সন্তানগণের পক্ষে - আমরা কতিপয় সন্তান গণ